**জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বাংলাদেশ রোলমডেল**

সফিউল আযম

 জঙ্গিবাদ এখন বৈশ্বিক সমস্যা। একসময় আল কায়েদা এবং তালেবান নামে দুটি জঙ্গি সংগঠনের বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ছিল। বর্তমানে বিশ্বে ছোটো বড়ো সর্বমোট জঙ্গি সংগঠনের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রম শুরু হয় মূলত ১৯৯২ সালে আফগান ফেরত মুজাহিদদের মাধ্যমে। বিভিন্ন গবেষণায় এসেছে তাদের অনুসৃত পথে দেশে শতাধিক জঙ্গি সংগঠন রয়েছে, যাদের নেতৃত্বে রয়েছে আফগান ফেরত মুজাহিদদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ। মূলত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ব্যানারে পূর্বসূরিদের ‘সশস্ত্র বিপ্লব’-এর মাধ্যমে কথিত ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের নামে অরাজকতা সৃষ্টিতে মাঠে নেমেছিল তারা।

 বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ‘সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯’ পাস করে। পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ধরন পাল্টানোর ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি) এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের (এফএটিএফ) মানদণ্ড অনুসরণ করে ২০১২ সালে এবং পরবর্তীতে আবারো সরকার আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয় এবং ২০১৩ সালের ১১ জুন মহান জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০১৩ পাস হয়। সংশোধিত আইনে মূলত সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার, আল কায়েদার সম্পদ বাজেয়াপ্ত, অস্ত্র বিক্রি ও ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং জঙ্গিবাদে অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

 জঙ্গি দমনে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন দেশের সরকার বাংলাদেশকে জঙ্গি দমনের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের। সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে গোয়েন্দা কার্যক্রম ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান এ সফলতার অন্যতম কারণ। জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, বড়ো অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ও রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রযুক্তি নির্ভর করে তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর পদক্ষেপগুলো জঙ্গি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে গঠিত কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড সাইবার ক্রাইম ইউনিট, পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) গঠন ছিল সময়োপযোগী।

 সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদে সহায়ক অপরাধগুলো প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গঠিত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই ইউনিটে আছে কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগ, সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম, ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগ, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং বিশেষ ডগ স্কোর্য়াড। ইন্টেলিজেন্স কালেকশন, অপারেশন পরিচালনা, মামলা রুজু, মামলা তদন্ত এবং তদন্ত পরবর্তী সন্ত্রাসীদের পর্যবেক্ষণে রাখার ক্ষেত্রেও এই ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জঙ্গিবাদ দমনে পুলিশ সদর দপ্তরের স্পেশ্যাল টাস্কফোর্স গ্রুপ (এসটিজি) সারা দেশের জঙ্গিদের নিয়ে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছে, কাউন্টার টেররিজম ইউনিট এবং এসটিজি জঙ্গি দমনে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

 জঙ্গি দমনে র‌্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা হতে ১৪ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ১৯৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে শুধু জেএমবি সদস্য গ্রেফতার হয় ১১৪৬ জন, হুজিবি ১৪৪ জন, হিজবুত তাওহীদ ১০৮ জন, হিজবুত তাহরীর ৩০৪ জন। র‌্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে জঙ্গি সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উদ্ধার করে। তন্মধ্যে গ্রেনেড/বম্ব/ককটেল ৪৫০টি, অস্ত্র (বিভিন্ন প্রকার) ১৩৪টি, বিস্ফোরক (বিভিন্ন প্রকার) ২,৮১০ কেজি, গ্রেনেড বডি ৬৩২টি, ডেটোনেটর (বিভিন্ন প্রকার) ৯২২৪টি, গোলাবারুদ (বিভিন্ন প্রকার) ৫,৩৯২ রাউন্ড। এছাড়াও ৫টি সুইসাইডাল বেল্ট, ১৮৬টি সার্কিট, ৪টি বোমা তৈরির কন্টেইনার, ১৮টি নিওজেলস্টিক, ১টি ইম্প্রোভাইজডিভাইস, ১৮টি আইইডি, ১৬টি পাওয়ার জেল, ১টি ড্রোনসহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধারে সমর্থ হয়। ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে রাজধানীর হলি আর্টিজান হামলার পর হতে ১৪ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত র‌্যাব কর্তৃক মোট অভিযান পরিচালিত হয় ২৮০টি, মোট জঙ্গি আস্তানা ১৭টি, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য গ্রেফতার ৭৫১ জন, আত্মসমর্পণ ০৭ জন, মোট গ্রেফতারের মধ্যে জেএমবি সদস্য ৫৩০ জন (জেএমবি-৩৪৬ এবং সা-তা-১৮৪), আনসার আল ইসলাম ৮৬ জন, হিযবুত তাহরীর ৬০ জন, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ৩৬ জন। অস্ত্র বিভিন্ন প্রকার (দেশি-বিদেশি) ৫৭টি, ডেটোনেটর (ইলেকট্রিক/নন-ইলেকট্রিক) ৭১টি, গোলাবারুদ বিভিন্ন প্রকার ২৪১ রাউন্ড, বিস্ফোর দ্রব্য ভিন্ন প্রকার ১৫.২০০ কেজিসহ নানাবিধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

-২-

 জঙ্গিবাদ বিষয়ে বেসরকারিভাবেও নানা উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার লক্ষ্যে কয়েক বছর ধরে ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজে নিরলসভাবে অভিনব কায়দায় কাজ করে যাচ্ছে সুচিন্তা বাংলাদেশ ও আজ সারাবেলা। এদের যৌথ আয়োজনে ‘বঙ্গবন্ধুর গল্প শুনি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলি’ ও ‘জাগো তারুণ্য, রুখো জঙ্গিবাদ’ নামক দুটি নিয়মিত আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৮ সুচিন্তা বাংলাদেশের এক আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণায় তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সম্মাননা তুলে দেন। এই ধরনের স্বীকৃতি জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে আরো উৎসাহিত করছে।

 দেশের সব নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সন্ত্রাস সম্পর্কে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি যেমন কার্যকর, তেমনি এ ক্ষেত্রে দেশের জনগণেরও রয়েছে দায়িত্ব। জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গড়তে প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক শিক্ষা প্রদানের সচেতনতা। তরুণ প্রজন্মকে বিচ্ছিন্নতামুক্ত করতে পাড়া মহল্লায় খেলারমাঠ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হবে, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধির পাশাপাশি পারস্পরিক ভাবনাবিনিময়ও বাড়াতে হবে, যাতে তরুণ সমাজ সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনও জরুরি। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করতে পারেন।

 জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জাতি দল ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল স্তরের জনগণকে এই আন্দোলনে শরিক হতে হবে। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রসার ও প্রচার বাড়িয়ে দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হতে হবে। জঙ্গি দমনের পাশাপাশি উগ্রবাদকে সমূলে নির্মূল করতে জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান চর্চা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়া সম্ভব এবং সে প্রচেষ্টায় আমরা এখনই অনেকখানি এগিয়ে।

#

২৯.১০.২০১৯ পিআইডি ফিচার